পরিচালক গবেষণা সম্প্রসারণ কেন্দ্র

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল , ময়মনসিংহ ।

গবেষণা প্রকল্প/প্রস্তাব দাখিল করার আবেদন পত্রের ফরম/প্রোফর্মা

১	গবেষকের নাম	বাংলায়	:	তাবাসসুম মেহেনাজ
		ইংরেজিতে	:	TABASSUM MEHANAJ
২	গবেষকের রোল, শিক্ষাবর্ষ ও বিভাগ	রোল	:	২১১২৩১০২
		শিক্ষাবর্ষ	:	২০২০-২০২১
		বিভাগের নাম	:	লোক প্রশাসন ও সরকার পরিচালনা বিদ্যা বিভাগ
৩	গবেষণা তত্বাবধায়কের নাম, পদবি ও বিভাগ	নাম	:	শারমিন বেগম
		পদবি	:	সহযোগী অধ্যাপক
		বিভাগ	:	লোক প্রশাসন ও সরকার পরিচালনা বিদ্যা বিভাগ
৪	বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম		:	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
৫	প্রকল্পের শিরোনাম	বাংলায়	:	একুশ শতকে তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার প্রতিফলনঃ বিদ্রোহী কবিতার আলোকে বর্তমান সমাজের তুলনামূলক পর্যালোচনা।
		ইংরেজিতে(ব্লক লেটারে)	:	REFLECTION OF NAZRUL'S REBELLIOUS SPIRIT IN THE DECISION-MAKING OF YOUTH IN THE 21ST CENTURY: A COMPARATIVE REVIEW OF CONTEMPORARY SOCIETY IN THE LIGHT OF BIDROHI POETRY.

৬	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার বিদ্রোহী চেতনা ও সাম্যবাদের মাধ্যমে শুধু সাহিত্যজগৎকেই নয়, বর্তমান তরুণ প্রজন্মকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। নজরুল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, জাত, ধর্ম, লিঙ্গের বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিলেন এবং মানবতার আদর্শকে সামনে রেখে তার রচনা ও চিন্তায় মুক্তির গান গেয়েছেন। আজকের তরুণ প্রজন্ম তার চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।তরুণরা বর্তমানে সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের চেতনার আলোকে চলার চেষ্টা করছে। সামাজিক সাম্য, নারী অধিকার, এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নানা আন্দোলন ও উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছে। নজরুলের নারীমুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান সময়ের নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তরুণরা আজও নারীর সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তারা বিশ্বাস করে, নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার না থাকলে একটি সমাজ কখনোই সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক হতে পারে না—যা নজরুল তার সাহিত্য ও বক্তব্যে বারবার উচ্চারণ করেছেন।এছাড়াও, নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা তরুণদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায় সাহস জোগায়। তারা সমাজের অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে নজরুলের আদর্শকে অনুসরণ করছে। নজরুলের চিন্তা ও চেতনা আজও তরুণদের মধ্যে একটি সমতা ও মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ার প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে, যা সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক.	প্রকল্পের শিরোনাম	বাংলায়	:	একুশ শতকে তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার প্রতিফলনঃ বিদ্রোহী কবিতার আলোকে বর্তমান সমাজের তুলনামূলক পর্যালোচনা।
		ইংরেজিতে(ব্লক লেটারে)	:	REFLECTION OF NAZRUL'S REBELLIOUS SPIRIT IN THE DECISION-MAKING OF YOUTH IN THE 21ST CENTURY: A COMPARATIVE REVIEW OF CONTEMPORARY SOCIETY IN THE LIGHT OF BIDROHI POETRY.

খ.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (১০০ শব্দের মধ্যে): ১. নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার আলোকে তার বিদ্রোহী চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা। ২. একুশ শতকের তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা। ৩. বর্তমান সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী চেতনার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করা ৫. তরুণদের নৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তে নজরুলের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা

গ.	প্রকল্পের বিষয়-বস্তুর উপর পর্যালোচনা এবং বর্তমান উদ্যোগের যৌক্তিকতা (২০০ শব্দের মধ্যে) কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতা তার বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক বোধের এক অনন্য প্রকাশ। একুশ শতকের তরুণ প্রজন্মের জন্য এই কবিতার চেতনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ তারা বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে। বিদ্রোহী কবিতার বিখ্যাত লাইনে কবি উল্লেখ করেছেন- “বল বীর - বল উন্নত মম শির! শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!” (নজরুল, ১৯৫২) যা তরুণদের ন্যায়বিচার ও মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। এই বিদ্রোহ শুধু রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং সমস্ত প্রকার শোষণ, বৈষম্য ও বাধার বিরুদ্ধে ছিল। তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার প্রতিফলন আজও দেখা যায়। সমাজের লিঙ্গবৈষম্য, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, এবং শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়। নজরুল তার কবিতায় যেমন বলেছেন, "মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না – (নজরুল, ১৯৫২) তা তরুণদের মনে শক্তি জোগায় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার তুলনামূলক পর্যালোচনা অত্যন্ত যৌক্তিক। এটি সমাজে চলমান অমানবিকতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তরুণদের সিদ্ধান্তে নজরুলের আদর্শ কতটা প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের সামনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে।

ঘ.	প্রত্যাশিত ফলাফলঃ প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো, একুশ শতকের তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার চেতনার কীভাবে প্রভাব পড়ছে, এটি বর্তমান সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক, এবং তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিকতার প্রতি সচেতনতা ও নেতৃত্বের বিকাশ কীভাবে ঘটছে তা সম্পর্কে জানতে পারবো।
ঙ.	জাতীয় উন্নয়নের সাথে প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতাঃ একুশ শতকে তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নজরুলের "বিদ্রোহী" চেতনার প্রতিফলন এবং বর্তমান সমাজের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রকল্পটি জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনা কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, বরং সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার, এবং বৈষম্যহীনতার ওপর ভিত্তি করে একটি উন্নত সমাজ গঠনের প্রতীক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম নজরুলের আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে, যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো তরুণদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং নৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ। এই প্রকল্পটি তরুণদের মধ্যে সেই নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করবে, যা সমাজে শান্তি, সাম্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি উন্নত দেশ গঠনে সহায়তা করবে। নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার উদ্দীপনা তরুণদের মধ্যে অন্যায়, বৈষম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করে, যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে তাদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। একইসাথে এই প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়েও নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক। নজরুলের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন তরুণ প্রজন্মকে নারীর সমানাধিকার এবং ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আরও অগ্রসর ও সক্রিয় করবে।সর্বোপরি উক্ত গবেষণা প্রকল্পটি নজরুল প্রেমী, পাঠক, গবেষক ও নজরুল সম্পর্কে উসাহী তরুণদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, নেতৃত্বের বিকাশ, এবং নৈতিক মূল্যবোধের চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং একটি টেকসই, ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ গঠনের পথ সুগম করবে।

চ.	গবেষণার অনুসৃতব্য কৌশল/ পদ্ধতি (যতদূর সম্ভব বিবরণ দিন) : ১। গবেষিত এলাকা : উক্ত গবেষনা প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশিমবঙ্গ রাজ্যের নজরুল গবেষক ও নজরুল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের যে সব গবেষক দীর্ঘদিন যাবত নজরুল গবেষণার সাথে যুক্ত, তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষনাটির উপযোগিতা বাড়ানোর প্রয়াস থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতকে গবেষণা এলাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ২. গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণাটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হবে। গুণগত গবেষণা সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি রিপোর্ট করার মাধ্যমে একাধিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে। (ড. মো: আমিনুজ্জামান সালাউদ্দিন, ১৯৯১)
	৩. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কৌশল : ক. নিবিড় সাক্ষাৎকার (IDI): গবেষণা কর্মটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হবে। এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের গাইড লাইন দেওয়া থাকে যার মাধ্যমে অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর রূপরেখা ও অনুকল্প দেওয়া থাকে যা অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে (আহমেদ, ২০০৭)। প্রত্যেকটি একক তথ্যদাতার কাছ থেকে সরাসরি নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। চেকলিস্ট বা গাইডলাইন অনুসরণ করে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে কেননা এতে করে তথ্যদাতারা স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়ে থাকে ফলে ভাবনার গভীরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এতে প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যগুলো সুনিপুণ ভাবে উঠে আসে। (তাহের, ২০০৮) খ. প্রধান তথ্যদাতা (KII): সরাসরি বা অনলাইনের মাধ্যমে চেকলিস্ট বা গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হবে। দীর্ঘদিন নজরুল গবেষনার সঙ্গে যুক্ত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ প্রধান তথ্যদাতা হিসেবে গণ্য/নির্বাচিত হবেন ।

	৪. তথ্য সংগ্রহের উৎস : গবেষণাটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দুইটি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ক. প্রাথমিক উৎস খ. মাধ্যমিক উৎস ক. প্রাথমিক উৎস : প্রাথমিক উৎস হল এমন এক ধরনের তথ্য উৎস যা গবেষকরা সরাসরি মূল উত্তরদাতাদের থেকে সাক্ষাৎকার, জরিপ, পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। প্রাথমিক তথ্য প্রায়শই নির্ভরযোগ্য, খাঁটি এবং উদ্দেশ্যমূলক হয়। প্রাথমিক ডেটা সাধারণত আপ টু ডেট থাকে কারণ এটি রিয়েল-টাইমে ডেটা সংগ্রহ করে এবং পূর্ববর্তী উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে না। (তাহের, ২০০৮) খ. মাধ্যমিক উৎস : মাধ্যমিক উৎস হলো সেই তথ্য উৎস যা ইতোমধ্যেই প্রাথমিক উৎসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি এমন এক ধরনের তথ্য যা পূর্বে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হল সেই ডেটা উৎস যা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যেটি অন্যান্য উৎস থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ধরনের ডেটাপ্রাথমিক ডেটার তুলনায় সস্তা এবং দ্রুত পাওয়া যায়। (ইসলাম, ২০১০) ৫. নোটবুক, রেকর্ডিং ও কম্পিউটারের ব্যবহার: তথ্যদাতাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য নোটবুক, রেকর্ডিং কম্পিউটার ব্যবহার করবো । ৬. নমুনায়ন পদ্ধতি: যে পদ্ধতির মাধ্যমে সামগ্রিক একটি অংশ বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান বা পরীক্ষা করে সামগ্রিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় সেই পদ্ধতিই হচ্ছে নমুনায়ন (তাহের, ২০০৮)। প্রতিটি উত্তরদাতাকে (কেস বা একককে) উদ্দেশ্যমূলক ও সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে বাছাই করা হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন বয়সী নজরুল গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে ১৫ জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার (IDI) ও ০৫ জন প্রধান তথ্যদাতাদের (KII) সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। গুণগত গবেষণা সম্পাদনে উদ্দেশ্যমূলক ও সুবিধাজনক নমুনায়ন সহায়ক হওয়ায় এই নমুনায়নসমূহ অনুসরণ করা জরুরি। ৭. তথ্য বিশ্লেষণ: তথ্যসংগ্রহের পর তথ্যগুলোকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী সাজানো ও বাছাই করা হবে। থিমাটিক পদ্ধতি অবলম্বন করে গবেষণার তথ্যগুলিকে উপস্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে।

৭.	গবেষণার ছয় মাসের কর্মসূচীর বিবরণ : প্রথম মাস: পত্রিকা, গ্রন্থপঞ্জি, সাময়িকী ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন । দ্বিতীয় মাস: অধ্যয়ন । প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন তৃতীয় মাস: অধ্যয়ন ও খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। চতুর্থ মাস: প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, টাইপ ও প্রিন্ট । পঞ্চম মাস: সেমিনার ষষ্ঠ মাস: চূড়ান্ত উপস্থাপন, বাঁধাই ।

৮	ইন্সটিটিউট থেকে চাহিত আর্থিক সহায়তার খাতওয়ারী বিবরণ : ৫০,০০০/- টাকা (খাতওয়ারী বাজেটের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো)		
		খাতের বিবরণ	চাহিত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
	ক	গবেষকের সম্মানী	২০,০০০/-
	খ	গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সম্মানী	৭,৫০০/-
	গ	তথ্য সংগ্রহ/জরীপ/নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ/মাঠ পর্যায়ে গবেষণা	৭, ০০০/-
	ঘ	সেমিনার (প্রকল্পের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার পূর্বে অবশ্যই একটি সেমিনারের আয়োজন করতে হবে)	২,৫০০/-
	ঙ	ভ্রমণ ব্যয়/ যাতায়াত ব্যয়	৪,০০০/-
	চ	মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয় খাতে ব্যয় (সর্বোচ্চ ২,০০০/- পর্যন্ত)	২, ০০০/-
	ছ	প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাঁধাই ব্যয় (সর্বোচ্চ ৫,০০০/- পর্যন্ত)	৫, ০০০/-
	জ	বিবিধ (সর্বোচ্চ ২,০০০/- পর্যন্ত)	২, ০০০/-
	ঞ	৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রকল্পের মোট ব্যয় (৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত)	৫০,০০০/-
৯	প্রকল্পের ফলাফল কোনো ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তার বিবরণ :		

- প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের মতামত : স্বাক্ষর ও সীল

বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ :

স্বাক্ষর ও সীল

অনুষদের ডিন মহোদয়ের সুপারিশ :

স্বাক্ষর ও সীল

যোগাযোগের ঠিকানা :

প্রযত্নে,

গবেষকের স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম :

রোল নং :

শিক্ষাবর্ষ :

বিভাগ :

মোবাইল :

ই-মেইল :